মেহেরপুরে আশরাফপুরে ৬০ পিস ইয়াবাসহ দুই জন আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬০ পিস ইয়াবাসহ সজিব বিশ্বাস (৩৩) ও হাসেম আলী(২৫) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি)পুলিশ।
শনিবার রাত পোনে দশটার দিকে ডিবির এস আই মুক্ত রায়ের নেতৃত্বে এএসআই মাহাতাব উদ্দিন ও এএসআই জসিম উদ্দিনসহ ডিবি পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন।
আটক সজিব বিশ্বাস আবুল বাশার বিশ্বাসের এবং হাসেম আলী আকুব্বারের ছেলে। তাদের দুজনরেই বাড়ি মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে। ডিবির ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংবাদ পাওয়া যায় আশরাফপুর এলাকায় মোটরসাইকেলে দুই মাদক ব্যবসায়ী ইয়াবার একটি চালান পার করছেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার মহোদেয়ের নির্দেশে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে ৬০পিস ইয়াবাসহ দুই জনকে আটক করা হয়। এসময় তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি আইন অমান্য করায় পাঁচ পথচারীর জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি আইন অমান্য করায় পাঁচজন পথচারীর কাছ থেকে ১৪০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহকারি কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই- আলম সিদ্দিকী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। দন্ডিততরা হলেন-চেংগাড়া গ্রামের মকবুলের ছেলে রোকন-৫০০ টাকা,ভোমরদাহ গ্রামের সাত্তারের ছেলে খেলাফত-৪০০ টাকা, আঠারখাদা গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে জিয়াউর ১০০ টাকা,জালশুকা গ্রামের হায়দারের ছেলে

রাকিবুল এর নিকোট থেকে ৩০০ টাকা এবং হেমায়েতপুর গ্রামের ইকছার আলীর ছেলে আজমল এর নিকোট থেকে ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আদালত পরিচালনা কারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই – আলম সিদ্দিকী জানায়, ১৮৬০/১৮৮ অনুযায়ী সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে মাস্ক বিহিন রাস্তায় বের হওয়ার অপরাধে এদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করেন র্যাব-৬ এর সিনিয়র এএসপি সোহেল রানা,ডিএডি মহম্মদ আলীসহ র্যাব-৬ এর একটি টিম ।

দর্শনায় শশুর বাড়িতে ২ কেজি গাঁজাসহ জামাই গ্রেফতার ১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজাসহ শশুর বাড়িতে ২ কেজি গাঁজাসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানাযায় দিনগত শনিবার রাত ২ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্বে এস আই মাজহারুল ও এ এস আই আনোয়ার হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় মদনা গ্রামে।

এ সময় পুলিশ মদনার স্কুল পাড়ার মৃত্য বাদলা মন্ডলের জামাই হাসান মুন্সি(৩৬) কে বাঁশ বাগানের ভিতর থেকে ২ কেজি গাঁজাসহ তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার কৃত জামাইয়ের বাড়ি ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার দাদপুর গ্রামের মৃত্য আব্দুল খালেক মুন্সীর ছেলে।এ ঘটনায় দর্শনা থানার এস আই মাজহারুল ইসলাম বাদি হয়ে হাসান মুন্সির বিরুদ্ধে দায়ের করেছে মামলা।

গাংনীর সাহারবাটিতে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষ,৫টি বোমার বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষে ফিল্মি স্টাইলে পুলিশের উপস্থিতিতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল পক্ষের মধ্যে আজ শনিবার সকাল নয়টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে চার জন আহত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত শুক্রবার সন্ধায় টুটুল পক্ষের হামলায় চেয়ারম্যান পক্ষের তিন জন আহত হয়। আহতরা হলেন, ইসলামের ছেলে সুজন (২৫),দাউদ হোসেনের ছেলে আমানুর (৪৫) ও রেহান আলীর ছেলে আয়েছ (৩৭)। আহত সুজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়। সে থেকেই এলকায় নেমে আসে নিরবতা। চারাচারা বাজারের ব্যবসায়ীরা তড়িঘড়ি করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সাহারবাটি বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এর জেরে আজ শনিবার সকালে পুলিশের উপস্থিতিতে দু’পক্ষের লোকজন চাইনিজ কুড়াল,লাঠিশোঠা লোহার রড নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আধিপত্য দেখাতে পর পর ৫টি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত দুই জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় একে অপরকে দায়ী করছেন উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ। এঘটনায় চরম আতংকে রয়েছ এলাকার সাধারণ মানুষ । যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

দামুড়হুদায় কর্মহীন পরিবারের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

দামুড়হুদায় যুব সমাজের আয়োজন সমাজের কর্মহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার যুব সমাজের আয়োজনে স্বস্থ্যবিধি মেনে করোনা ভাইরাসের রোজাদার কর্মহীন দরিদ্রে পরিবারের মাঝে প্রায় ৩ শতাধিক ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা দারুস সুন্নাহ হাফিজ মাদ্রাসার হাফেজ সাফায়েত উল্লাহ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, রাকিব ফাউন্ডেশনের পরিচালক আরজু আহান্মেদ রাকিব, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, সেলিম, মহশিন, সহেল, সহেল-২, সজিব, সবুজ, আজিজুল, মিলন, সৌরভ, মিন্টুসহ রোজাদার ব্যক্তিরা।

দামুড়হুদায় কর্মহীন ভ্যানচালক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী প্রদান

দামুড়হুদায় জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে ভ্যানচালক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

জানা গেছে, সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গার জেলাবাসীকেও করোনা

ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখতে সরকারীভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে সরকারী বেসরকারী অফিস, দোকানপাটসহ বিভিন্ন যানবাহন। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে চুয়াডাঙ্গার খেটে খাওয়া স্বল্প আয়ের মানুষ গুলো। লকডাউনে কর্মবিমুখ অসহায় ভ্যানচালক।

এ লক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের উজিরপুর গ্রামের গোলাম মোস্তফার পরিবারের অভাবের কথা গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার এর নিকট জানালে তিনি তাহার খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশস্থ করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার এর পক্ষ থেকে পাঠানো খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ভ্যানচালক গোলাম মোস্তফার বাড়িতে পৌছান দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় কর্মহীন ভ্যানচালক গোলাম মোস্তফা জেলা প্রশাসকের পাঠানো খাদ্য সামগ্রী পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়া কামনা করেন।

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুলের ভবন নির্মাণে ম্যানুয়াল পাইলিং বন্ধের দাবি

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ কাজে ম্যানুয়াল পাইলিং বন্ধের দাবি জানিয়েছেন পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের এলাকাবাসী।
পাইলিং বন্ধের দাবিতে মেহেরপুর পৌর মেয়র বরাবর আবেদন জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

এবিষয়ে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করে বলেন, আমাদের বাড়ির পাশে প্রাচীর সংলগ্ন মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ম্যানুয়াল পাইলিং এর কাজ করা হচ্ছে। অত্র এলাকায় অবস্থিত পূর্বের ইট সিমেন্ট দিয়ে

বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ির পাশেই ম্যানুয়াল পাইলিং এর কারণে সমস্ত ঘরবাড়ি কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে এতে আমাদের বাড়িঘরের অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা তৈরী হচ্ছে। তাই ভুক্তভোগীদের বাড়িঘর ক্ষতির হাত থেকে বাচাতে ম্যানুয়াল পাইলিং বাদ দিয়ে নির্মাণ কাজে হাইড্রোলিক হ্যামার ব্যবহার করার অনুরোধ জানান।

জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল করিম বলেন, ম্যানুয়াল পাইলিং এর কারণে আশেপাশের ৫০ ফিট দূরত্ব পর্যন্ত সাধারণ বাড়িঘরের ক্ষতি হয় এ কথা সত্য। ক্ষতির কথা চিন্তা করেই আমরা ১২ ফিট টপ সার্ফেস গভীর করে কাজ করছি যে কারণে ৭৫℅ ভাইব্রেশান কম হবে।

ভবন নির্মাণের শিডিউলে ম্যানুয়াল পাইলিং এর কথা উল্লেখ আছে যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা কিন্তু আমরা যদি এই কাজে হাইড্রোলিক হেমার ব্যবহার করি তাতে ব্যয় হবে ৩৩ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে আমরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করেছি। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে দেশের কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমরা চাইনা।

এবিষয়ে আগামীকাল রবিবার সংশ্লিষ্ট সকলে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর পরেও যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

জীবননগরে মানবিক বাংলাদেশ সোসাইটির মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ

কোভিড-১৯ মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব থেকে রক্ষাপেতে জন সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষে এলাকাবাসীর মধ্যে মাস্ক ও জন সচেতনা মুলক লিফলেট বিতরণ করেন।

গতকাল বিকালে করিমপুর বাজারে উক্ত সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি নাজমুল হুসাইন, সহ সভাপতি ওলি-উল্লাহ প্রকাশ, সাধারণ সম্পাদক

সুজন মির উপস্থিত হয়ে জীবননগর উপজেলা শাখার উদ্দ্যেগে উপস্থিত সকলের মাঝে মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক লিমন হুসাইন, হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি. এম মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন হাসাদাহ ইউনিয়ন ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বশির মোল্লা সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। কোভিড -১৯ থেকে রক্ষাপেতে এই মাস্ক ও লিফলেট বিতারণ করা হয়।

গ্রীষ্মের দাবদাহে কালীগঞ্জ সেজেছে প্রকৃতির সাজে

ঋতু চক্রের আবর্তনে নয়নাভিরাম ফুলের এক বর্ণিল আয়োজন নিয়ে আমাদের প্রকৃতিতে আবারো হাজির হয়েছে গ্রীষ্মকাল। ফুলের কথা উঠলে আগে আসে ঋতুরাজ বসন্তের কথা।

কিন্তু গ্রীষ্মেও ফোটে নানা রঙের বাহারি ফুল। প্রচণ্ড দাবদাহে কিছুটা হলেও প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় এসব ফুল। বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগেই পাওয়া যায় কয়েকটি বাহারি ফুল।

কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল, সোনালু, স্বর্ণচাঁপা, ভাঁট, গন্ধরাজ, উদয়পদ্ম, গুলাচি, লালসোনাইল ইত্যাদি গ্রীষ্মের প্রধানফুল হলেও পালান, দুরন্তলতা, শ্যামটিউলিপ, মে ফ্লাওয়ার, অনন্তলতা, পাদাউক, সোনালী শাপলা, বেলি, জহুরিচাঁপা, বনপারুল, কার্ডওয়েল লিলিসহ কয়েকজাতের লিলি ও এই সময়ে প্রকৃতিতে শোভাবর্ধন করে থাকে। তবে এগুলোর মধ্যে একইগোত্রের কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ও কনকচূড়ার রয়েছে আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক বনায়নের আয়ত্তায় লাগানো বিভিন্ন ফুলের গাছ শোভা বর্ধন করছে কালীগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট ও নদীর তীর।

কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার সমাহার,

কাঠাল বাগান এলাকায় দেখা মেলে বেগুনী জারুল ফুলের। মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ভিতর শোভা পাচ্ছে রাধাচূড়ার মায়াবী সৌন্দর্য, বিভিন্ন বাসা বাড়ির দুয়ার ঘিরে রয়েছে মাধবীলতা আর তার মনমাতানো সুগন্ধ।

প্রকৃতিগত কারণে নানা গাছপালা আর ফুল-ফলের অপার সৌন্দর্যে কালীগঞ্জের সুখ্যাতি বেশ প্রাচীন। অন্যান্য ঋতুর মতো গ্রীষ্মের ফুলে সাজানো থাকতো প্রকৃতির কোলজুড়ে।

কিন্তু কাল পরিক্রমায় দিন দিন কমে আসছে গ্রীষ্ম রাঙানো এসব ফুল গাছ। সরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগে ফলজ ও কাঠ গাছের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুলগাছ রোপনের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। নইলে যান্ত্রিকতা আর ব্যস্ততার ভীড়ে একসময় খর্ব হবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভারসাম্য।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণের অভিযোগে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার কামালপুর গ্রামের ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে ক্লিনিকের এক আয়াকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
জানা যায়, আলমডাঙ্গার কামালপুর গ্রামের মোনায়েম আলীর ছেলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এনামুল হকের (২৭) বিরুদ্ধে কাঠাভাঙ্গা গ্রামের শিউলি খাতুন (৩০) থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করে। অভিযোগের পর পুলিশ ওই ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করেছে।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, শিউলি খাতুন আলমডাঙ্গার একটি ক্লিনিকে আয়া হিসেবে কাজ করেন। এরই এক পর্যায়ে বেশ কিছু দিন আগে এনামুল হকের সাথে শিউলি খাতুনের মোবাইল ফোনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠায় বউ পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বেড়িয়েছে।

গত ১১ এপ্রিল বিয়ে করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলমডাঙ্গা শহরে আসতে বলে। শিউলি খাতুন প্রেমিকের কথা মত আলমডাঙ্গা শহরে গিয়ে

প্রেমিকের সাথে দেখা করেন। বিয়ের জন্য শহরের এক বাড়িতে নিয়ে জোর করে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে জানান শিউলি।

এলাকাবাসি জানিয়েছে, শিউলি খাতুন অভিযুক্ত এনামুল হকের সমন্ধীর ফুফু শাশুড়ী। সেই সুবাদে এনামুলের সাথে শিউলি খাতুনের আগে থেকেই পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে মোবাইলে কথাবার্তার এক পর্যায়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

এ সংক্রান্ত শিউলি খাতুনের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ গতকাল শুক্রবার এনামুলকে গ্রেফতার করেছে। আজ শনিবার শিউলি খাতুনের মেডিকেল পরীক্ষা করা হবে।